...ন ...
23 ... 1987
পৃষ্ঠা... ...5... কলাম।

CSG

ভার্সিটির বাইরে উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার সমস্যা একটি নয়। মাঝে মাঝে উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানান হয়। এ দাবীর যৌক্তিকতা আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মনে হয় কোথাও থোকাও যেন বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে অবহিতির অভাব আছে।

এ সমস্যা যে কত গভীর গতকালের একটি দৈনিকে তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ১৩টি কলেজে অনার্স পড়ান হয়। ৭টিতে মাস্টার্স ডিগ্রী পড়ান হয় না। বাকী ৬টি কলেজে শুধু কয়েকটি বিষয়ে অনার্স পড়ান হয়। এর মধ্যে জগন্নাথ কলেজে ১৩টি বিষয়ে অনার্স পড়ান হয়, মাস্টার্স ডিগ্রী পড়ান মাত্র ৮টিতে। বরিশালের বিএম কলেজে ৮টি বিষয়ে অনার্স পড়ান হয়। মাস্টার্স ডিগ্রী পড়ান হয় ৩টিতে। টাঙ্গাইল সাদত কলেজে ৬টি বিষয়ে অনার্স এবং মাত্র একটিতে মাস্টার্স ডিগ্রী, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজে ৮টি বিষয়ে অনার্স, তিনটিতে মাস্টার্স ডিগ্রী, ঢাকা কলেজে ৭টি বিষয়ে অনার্স, ১টিতে মাস্টার্স ডিগ্রী। ইডেন কলেজে ১১টিতে অনার্স মাত্র তিনটিতে মাস্টার্স ডিগ্রী পড়ান হয়।

উপরের হিসাব থেকে একটি চিত্র পরিষ্কার যে উদ্যোগ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কলেজগুলিতে সকল বিষয়ে অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রী পড়াবার ব্যবস্থা নেই বা ব্যবস্থা করা যায়নি। ফলে এ সকল কলেজ থেকে অনার্স পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্স ডিগ্রী নিতে ছুটতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সীমাবদ্ধ। বলা যেতে পারে যে বাইরের ছাত্রদের বিবেচনায় রেখে মাস্টার্স ডিগ্রীর ছাত্রদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি তুলনামূলকভাবে।

ইতিমধ্যে এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষীয় মহল থেকে বলা হয়েছে দুটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বাইরের কলেজের এ দায়িত্ব গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ বক্তব্য বোধগম্য। এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এ সমাধানও সময়সাপেক্ষ। আজ, কাল বা পরশু এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে না। তাহলে এই ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর কি হবে ? তাদের মাস্টার্স ডিগ্রী নেবার সুযোগ কোথায়। তারা কি নিয়মিত তাদের পড়া চালিয়ে যেতে পারবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট মহল নিশ্চয়ই এ সমস্যাটি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন। অন্তর্বর্তীকালের জন্য হলেও এই পনের হাজার ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা কিছু করবেন।